স্বামীজী : আচার্যের স্বরূপ এবং পরম্পরা

স্বামী সর্বাত্মানন্দ

পূজনীয় স্বামী তুরীয়ানন্দজী একদা কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, "স্বামীজী একবার আমাদের বললেন, 'তোমরা আগে আমাকে বোঝ, তারপর তাঁকে (ঠাকুরকে) বোঝার চেষ্টা করবে।' দেখ, স্বামীজী আর কিছু না হলেও একজন সম্পূর্ণ মানব (Perfect man)। এইরূপ সম্পূর্ণ মানবেরই ধারণাই যদি না করা যায় তবে ভগবানের ধারণা করা কি সম্ভব?"

প্রত্যেক মানুষই তার জীবনের চলার পথের সামনে তার নিজস্ব বোধের একজন Perfect মানুষকে এনে দাঁড় করায়, তা না হলে সে তার নিজস্ব জীবনপথে চলতেই পারে না, পথহারা হয়ে যায়। ওই সামনের মানুষটিকে আমরা বলি আচার্য। আ—সম্পূর্ণভাবে (আং-সমন্তাৎ), চারণ মানে চলার ছন্দ। আদর্শ শব্দের অর্থও তাই, দর্শ মানে দর্পণ। বিচিত্র পথে জীবনের বিচিত্র গতি, তাই আচার্য বা আদর্শও হয়ে ওঠেন ভিন্ন ভিন্ন—গন্তব্য-ও তখন মায়িক, সফলতাও তখন অসম্পূর্ণ, পরিণামী। কিন্তু সেই সামনের মানুষটি যখন স্বামী বিবেকানন্দ, তখনই আচার্যের সংজ্ঞাটি প্রকৃত অর্থে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে কারণ জীবনের চলার ছন্দটিই হয়ে উঠতে চায় রাগসংগীতের এক ধ্রুপদি লয়বদ্ধ সঞ্চরণ।

জোসেফিন ম্যাকলাউডের পকেটে থাকত স্বামীজীর লেখা একখানি চিঠি—১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ১৮ এপ্রিল ক্যালিফোর্নিয়া থেকে লেখা। গ্রিক দার্শনিক নিকোস ক্যাজান্টজাকিসকে কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন ম্যাকলাউড, "আমি কখনও প্রার্থনা করি না, যখন আমি খুবই ভারাক্রান্ত... আমি বেড়াতে বেরুই... এই চিঠিখানি পড়ি... আমি আমার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাই।"

সিস্টার ললিতা (ক্যারি ওয়াইকফ) একবার স্নায়ুর যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। অসহনীয় যন্ত্রণায় একসময় তিনি স্বামীজীর ফেলে যাওয়া পাইপটি হাতে ধরে রাখেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বামীজীর কণ্ঠস্বর শুনতে পান : "ম্যাডাম, যন্ত্রণা কি খুব বেশি?" কণ্ঠস্বর শ্রবণের অনুভূতিতে উদ্দীপ্ত হয়ে তিনি পাইপটি কপালে ঘষতে থাকেন, তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা চলে যায়, তিনি সুস্থবোধ করতে থাকেন...

জগতের সমস্ত যন্ত্রণা, ভার, ত্রিতাপ দূর করার সংকল্প নিয়ে লৌকিক এবং অলৌকিক জগতের